পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

মে - জুন ২০২২

"BANGLADESH DELTA PLAN- 2100: Implementation Process and way Forward" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আবাসযোগ্য দেশ প্রতিষ্ঠায় ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপরিকল্পনার অধিকাংশ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহ এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দেশের অর্থনীতি আজ সমৃদ্ধ। চারিদিকে বইছে উন্নয়নের জোয়ার। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বাধিক ঝুঁকিতে থাকা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ বাসযোগ্য দেশ নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে শতবর্ষী "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০"।

প্রতিমন্ত্রী ১৮ মে, ২০২২ রাজধানীর গ্রীণরোডস্থ পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হলরুমে "BANGLADESH DELTA PLAN- 2100: Implementation Process and way Forward" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান -২১০০ ' গ্রহণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সেরা উপহার। এই মহাপরিকল্পনায় ২০৩০ সালে আমাদের কি অর্জন করতে হবে; ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে করনীয় এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যপ্তি বহুগুণে বেড়েছে এবং একই সাথে কাজের গুণগতমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ডেল্টা প্ল্যানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ছয়টি হটস্পট। যেগুলো মূলত পানি ও জলবায়ু উদ্ভুত অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল। এগুলো হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী অঞ্চল, মোহনা এবং নগরাঞ্চল। পরিকল্পনায় হটস্পট-ভিত্তিক সমস্যাগুলো আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে-ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা। নদী ও উপকূলীয় এলাকায়- ভাঙন, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া। বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ এলাকার সমস্যা-স্বাদু পানির প্রাপ্যতা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিবেশের অবনমন। হাওড় এবং আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলের সমস্যাগুলো হচ্ছে- স্বাদু পানির অপ্রাপ্যতা, আকস্মিক বা মৌসুমি বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন, অপর্যাপ্ত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন । পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমস্যাগুলো হচ্ছে- স্বাদু পানির স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র সংরক্ষণ। নদী অঞ্চল ও মোহনার সমস্যা-বন্যা, পরিবেশের অবনমন, পানি দূষণ, পলি ব্যবস্থাপনা ও নৌ-পরিবহন, নদী গর্ভের পরিবর্তন, ভাঙন ও নতুন চর জেগে ওঠা।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ এগিয়ে চলছে। এই মহাপরিকল্পনার অধিকাংশ কাজ বাস্তবায়ন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যাস্ত। মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহ ইতোমধ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। নদীর তীর রক্ষায় স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, হাওরাঞ্চলে টেকসই প্রকল্প গ্রহণের ফলে এ বছর কৃষকরা হাসিমুখে ফসল ঘরে তুলতে পেরেছে। উপকূলে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। নদী বা খালের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিং,বনায়ন করা হচ্ছে। বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যার দূরদর্শিতা,সাহসিকতা ও অগাধ দেশ প্রেমের কারণে।

তিনি আরো বলেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশের পানি এবং টেকসই উন্নয়ন একটির অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের দেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ইতোমধ্যেই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। নানাবিধ উন্নয়ন ধারায় আমাদেরকে পানির উপর নির্ভর করতে হয়। সকল ক্ষেত্রে পানির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমান সরকার পানি সম্পদ উন্নয়নে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং পানির দূষণ কমাতে সক্ষম হবে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নদী ভাঙন রোধ, বন্যা ও কৃষি ব্যবস্থাপনা, নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ ও সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে।

সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ারের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য খান মো. নুরুল আমিন । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজানুর রহমান।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি এর টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন

মানিকগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি বলেছেন, নদী ভাঙ্গন রোধে সারাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আগাম ব্যবস্থায় প্রস্তুতকৃত জিও ব্যাগ ভাঙ্গন রোধে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্ষার পরে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোকে ভাঙ্গনের হাত থেকে স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য দ্রুততর সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত ভাঙ্গন কবলিত মানুষের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। নদী ভাঙ্গন রোধে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণেরও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন এবং নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সব দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে আছে এবং সবসময় পাশে থাকবে। জীব বৈচিত্র রক্ষার্থে সবাইকে নদী এবং এর পানির প্রতি যেমন যত্নবান হতে হবে; তেমনি নদীর তীর রক্ষা বাঁধেরও যত্ন ও এটি রক্ষার্থে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার যমুনা নদীর বামতীরে চরকাটারি ও সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, সরকার নদী রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও কার্যকর উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের মানুষ পূর্বের চেয়ে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে অনেক রক্ষা পেয়েছে। বর্তমান সরকারের পাশাপাশি আওয়ামীলীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা সব সময় দুর্যোগে, বিপদে-আপদে মানবতার কর্মী হয়ে পাশে দাঁড়ায়। ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নদ নদী ও এর তীরবর্তী মানুষকে রক্ষা করতেই হবে। সে লক্ষ্যে সরকার একদিকে যেমন ভাঙ্গন রোধে কাজ করে যাচ্ছে পাশাপাশি যে সকল নদী তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে সে সকল নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ড্রেজিং করে যাচ্ছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে নদী ভাঙন আরও বাড়ছে , যে কোনো মূল্যে অবৈধ ও অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ভাঙ্গণ কবলিত বড় নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। আর সেই বালু দিয়ে নদীর পাড় বেঁধে সেখানে ফসল আবাদ করা হবে এবং বাঁধে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। ভাঙ্গন কবলিত এলাকাবাসির সাথে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী,তারা জানান ভাঙনের অন্যতম কারণ হলো পদ্মা তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান হতে অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন। এতে করে পানির স্রোতের বেগটা তীরে এসে আঘাত করছে। পদ্মা তীরবর্তী এলাকাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এই অপরিকল্পিত অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে এসব অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন প্রতিমন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সানোয়ার হোসেন, মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এএম নাঈমুর রহমান দুর্জয়,মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) মিজানুর রহমান,বাপাউবো (পূর্ব রিজিওন) এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক মাহবুর রহমান; জেলা প্রশাসক শ্রাবন্তী রায়, বাপাউবো এর টাঙ্গাইল প ও র সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মাঈন উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি এর বাপাউবো, চট্টগ্রাম জোনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সাথে মত বিনিময়

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৫ মে, ২০২২ তারিখ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেন, সারাদেশে তীব্র নদী ভাঙ্গন কবলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে স্থায়ী সমাধানের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধুমাত্র চট্টগ্রামেই ১৩টি প্রকল্পে ৭ হাজার ২০০ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। আগামীতে বন্যা, বর্ষা ও ভাঙ্গন মোকাবিলায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। দুর্নীতি যাতে না হয় এবং কাজের ক্ষেত্রে যাতে গুণগত মান বজায় থাকে, সেজন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কাজের ব্যাপারে কোনো প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও গাফিলতি সহ্য করা হবে না। এসব প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রামে নদীভাঙ্গনের সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

চট্টগ্রামে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জোনের চলমান কাজের অগ্রগতি নিয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, নদীভাঙ্গন রোধে পর্যায়ক্রমে ভাঙ্গন কবলিত সব এলাকায় স্থায়ী প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। আর এসব প্রকল্প সম্পন্ন হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ অনেকাংশে জলাবদ্ধতা ও নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাবে। উপকূল অঞ্চলে প্রতিটি বাঁধ প্রশস্ত ও উঁচু করা হচ্ছে, বনায়ন করা হচ্ছে। আর এসব স্থায়ী প্রকল্পে নদী খনন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবলও বাড়ানো হয়েছে। যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই গত ১৩ বছরে সারাদেশে নদী ভাঙ্গনের পরিমাণ সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর থেকে কমে এখন সাড়ে ৩ হাজার হেক্টরে নেমেছে। হাওড় অঞ্চলেও ভাঙ্গন রোধে কাজ করা হয়েছে। এ কারণে সেখানকার কৃষকরা ফসল ঘরে তুলতে পেরেছেন।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীর বাসযোগ্য বিশ্বমানের সুবিধা সম্বলিত বাংলাদেশ গড়তে চান। সেজন্য তিনি ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নেরও ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই মহাপরিকল্পনার সিংহভাগ কাজই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সারাদেশে নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতার কোনো সমস্যাই থাকবে না। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আসন্ন বর্ষা ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সবাই প্রস্তুত আছে বলে মন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম জোনের প্রধান প্রকৌশলী মো. রমজান আলী প্রামানিক। এসময় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শিবেন্দু খাস্তগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী নাহিদ উজ জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী তয়ন কুমার ত্রিপুরাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে মনিটরিং, গবেষণা ও বিশ্লেষণ শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় উপস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১১ জুন, ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, ডিএইচআই এবং ডেল্টারেস এর যৌথ সহযোগিতায় রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিন ব্যাপী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে মনিটরিং, গবেষণা ও বিশ্লেষণ শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে জুম মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মিজানুর রহমান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) ড. জিয়া উদ্দীন বেগ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক সিইআইপি সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ এবং বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উর্ধ্বতন দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ স্বর্ণা কাজী। কর্মশালায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. রনজিত গালাপাত্তি, টিম লিডার, জেভি, ডিএইচআই-ডেলটারেস।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক Dr. Michael S. Steckler, Prof. Steven Goodbred, Dr. Irina Overeem, নেদারল্যান্ডের পানি বিশেষজ্ঞ উৎ. Ferdinand Diermanse, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক উপকূল বিশেষজ্ঞ Mr Jean Henry (Harrie) Laboyrie, Dr. Bas Van Maren, Professor Dano Roelvink- সহ খ্যাতিমান বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৫টি স্লুইস গেট ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর

চুক্তি স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী ফরিদ আহম্মদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২৬ জুন, ২০২২ তারিখে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর গ্রান্ড বলরুমে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রেগুলেটর ও ড্রেনেজ আউটলেট স্ট্রাকচারসমূহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী ফরিদ আহম্মদ স্ব স্ব সংস্থার পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য (খাল ও ড্রেনেজ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৫ টি স্লুইস গেট আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী, অতিরিক্ত সচিব, নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ,স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নুর তাপস ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ এর সাথে সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ ও কেন্দ্রীয় জোনের প্রধান প্রকৌশলী মো: আব্দুল মতিন সরকার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২৬ জুন, ২০২২ তারিখ পানি ভবনের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ ও বিভিন্ন জোনের সকল প্রধান প্রকৌশলী এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, প্রধান প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পের ডুবন্ত বাঁধ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজের ডিজাইন Type-A, Type-B, Type-D এবং Flood Fuse ব্যবহার প্রসঙ্গে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক
এইচএফএমএলআইপি, বাপাউবো, ঢাকা।

১৯৯১, ২০০৪ এবং ২০১০ সালে আগাম বন্যায় হাওর এলাকায় বোরো ধান সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার জাপান সরকারকে হাওরের বোরো ধান রক্ষার্থে একটি প্রকল্প প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের আমন্ত্রণ জানান। এ লক্ষ্যে Japan International Cooperation Agency (JICA) ও Bangladesh Water Development Board (BWDB) কর্তৃক একটি সমীক্ষা (Preparatory Survey Report, 2014) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে ২০১৪ সালে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। প্রতিবেদনে ডুবন্ত বাঁধের Repeated Submergence এর কথা বিবেচনায় রেখে মাটি দ্বারা নির্মিতব্য ডুবন্ত বাঁধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Mechanical Compaction এর কারিগরি বিষয়টি উল্লেখ ছিল। এছাড়া, JICA কর্তৃক Preparatory Survey Report এ ডুবন্ত বাঁধের ক্ষেত্রে নিম্নক্ত মন্তব্য উল্লেখ করা হয়: "It is difficult to construct an everlasting stable and sound embankment under unique and severe conditions such as using inadequate embankment material, uncertainty of construction and quality control and repeated submergence" অর্থাৎ, "হাওর এলাকায় রহস্যময় বৈরী আবহাওয়া, বাঁধ নির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা, নির্মাণ ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের অনিশ্চয়তা এবং পুন:পুন নিমজ্জিত হওয়া ইত্যাদি কারনে টেকসই ও অক্ষত চিরস্থায়ী ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ দুরূহ"।

পরবর্তীতে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডুবন্ত বাঁধের ক্ষেত্রে Repeated Submergence ছাড়াও নিম্নলিখিত Parameter সমূহের কারণে ডুবন্ত বাঁধের ক্ষতি সমূহ চিহ্নিত করা হয়:

- Height of Embankment,
- Facing of embankment body,
- Fetch Length (Wave Generation),
- Size of Peripheral river,
- Surrounding Features,
- Soil Properties & Presence of clay content for construction of embankment materials,
- Strong Wind Speed/Afal
- Water flow path.

ক্ষতিগ্রস্থ ডুবন্ত বাঁধের বিভিন্ন কারণসমূহ চিহ্নিত করে Threat Evaluation Matrix প্রণয়ন করা হয়। এতে ভাঙ্গনের ভয়াবহতা মাত্রা Threat Score এর উপর ভিত্তি করে বাঁধের ক্ষয়-ক্ষতি/ভাঙ্গনকে চারভাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন-

১। কোন ভাঙ্গন না হওয়া (No damage) ২। স্বল্প ভাঙ্গন জনিত ক্ষয়-ক্ষতি (Moderate damage), ৩। মোটামুটি ভয়াবহ ভাঙ্গন জনিত ক্ষয়-ক্ষতি (Semi-severe damage) এবং ৪। ভয়াবহ ভাঙ্গন জনিত ক্ষয়-ক্ষতি (Severe damage)। (Ref: Embankment Damage Assessment Report, IWM, June-2019)

২০১৯ এবং ২০২০ সালের মৌসুমি বন্যার ফলে বর্ণিত প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার ৪টি হাওর যেমন, নুন্নির হাওর, নওগাঁ হাওর, নোয়াপাড়া হাওর ও দক্ষিণের হাওর এবং সুনামগঞ্জ জেলার ১টি হাওর অর্থাৎ ধর্মপাশা রুই বিল হাওর এ নির্মিত বাঁধের মধ্যে প্রায় ৯% বাঁধ অর্থাৎ ২০.৬৬১ কি.মি. বাঁধের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়; তন্মধ্যে প্রায় ৬.৭১২ কি.মি. সম্পূর্ণ এবং ১৩.৯৪৯ কি.মি. বাঁধের আংশিক ক্ষতি হয়।

ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের মেরামত কল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫.০১.২০২০ খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি এর ২য় সংশোধনীর উপর যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকৌশলী জনাব মোতাহার হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাপাউবো কে আহবায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্টি একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ক্ষতিগ্রস্থ ডুবন্ত বাঁধ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজের চারটি টাইপ যেমন, Type-A, Type-B, Type-D এবং Flood Fuse নির্মাণের সিদ্ধান্তসহ নকশা প্রণীত হয়।

কাজের ধরণ	নির্মাণ সামগ্রী	প্রতি কি.মি. এর জন্য ব্যয়
Type-A	**CC Block, Geo Sheet & shingles Filter ইত্যাদি দ্বারা প্রতিরক্ষা কাজ**	**প্রতি কিঃমিঃ -এ সিডিউল মোতাবেক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা**
Type-B1 ও B5	Geo bag, Geo Sheet এবং টারফিং ইত্যাদি দ্বারা প্রতিরক্ষা কাজ।	সিডিউল মোতাবেক B5 এর ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় প্রতি কি.মি. এ ১.৮০ কোটি টাকা এবং Type-B1 এ কিছু সংখ্যাক সিসি ব্লক থাকার জন্য প্রতি কি.মি. এর খরচ হবে প্রায় ৩.০০ কোটি টাকা।
Type-D	Geo Filter এবং 75kg sand Cement Gunny Bag (1:4) ইত্যাদি দ্বারা প্রতিরক্ষা কাজ।	সিডিউল মোতাবেক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় প্রতি কি.মি. এ ৩.৮৫ কোটি টাকা।
Flood Fuse (দৈর্ঘ্য ৩০মিঃ/২০মিঃ/১৫মিঃ/১০মিঃ)	CC Block, Geo bag, Geo Sheet, shingles Filter ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করা হয়।	ব্যয় হবে গড়ে প্রায় যথাক্রমে ২.৫০ কোটি, ২.২০ কোটি, ১.৭৫ কোটি এবং ১.২৫ কোটি টাকা।

মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে কজওয়ের পরিবর্তে Flood Fuse নির্মাণের সুপারিশের Justification এর জন্য একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ঃ কজওয়ে ও ফ্লাড ফিউজ এর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান পার্থক্য সমূহ-

ক্র.নং	কজওয়ে	ফ্লাড ফিউজ
১.	মাত্র ৪.০০ মি. প্রস্থ, ৬.০০ মি. প্রস্থ হওয়ায় বড় নৌকা/ কার্গো নৌকা অতিক্রম করতে পারে না।	Flood Fuse এর Bottom Width ১০.০০ মি. প্রস্থ, ১৫.০০ মি., ২০.০০ মি. ও ৩০.০০ মি. হওয়ায় বড় নৌকা/কার্গো নৌকা সহজেই অতিক্রম করতে পারে। এছাড়া, Flood Fuse এর উপরের অংশের Slope এর কারণে (১:৩) প্রশস্থতা (ডুবন্ত বাঁধের height অনুযায়ী) বেশি হওয়ায় velocity কম থাকে, ফলে সহজেই ঝুঁকিমুক্তভাবে নৌকা চলাচল করতে পারে।
২.	পানির Head Difference বেশী হলে ছোট নৌকাও তীব্র velocity-র জন্য চলাচল করতে পারে না।	Flood Fuse নির্মাণের ফলে পানির Head Difference বেশী হবে না। সেক্ষেত্রে, ছোট/বড় সকল নৌযান স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করতে পারে, কারণ প্রশস্থতার জন্য তীব্র velocity হয় না।
৩.	প্রশস্থতা মাত্র ৪.০০ মি. , ৬.০০ মি. হওয়ায় দ্রুত অধিক Discharge হাওরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে ডুবন্ত বাঁধের বিভিন্ন অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়।	প্রশস্থতা বেশী থাকায় Flood Fuse এলাকায় অধিক Discharge হতে পারে; ফলে ডুবন্ত বাঁধের উপর পানির চাপ কম হওয়ায় বাঁধের ক্ষতি বহুলাংশে কমে যায়। একাধিক Fuse দিয়ে অধিক পরিমাণ পানি হাওরকে প্লাবিত করায় হাওরের ভিতরে এবং নদীর পানির সমতল প্রায় একই হওয়ায় বাঁধের ক্ষতি কম সাধিত হয়।
৪.	কজওয়ে নির্মাণ করতে 2 Working season (in Haor area) এর প্রয়োজন হয়।	Flood Fuse নির্মাণ করতে ১টি Working season (in Haor area) এর প্রয়োজন হয়।
৫.	বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিটি কজওয়ে এর পার্শ্বে বড় নৌকা Pass এর জন্য ডুবন্ত বাঁধ কেটে দেয়া হয়; পরবর্তীতে যা সময়ের সাথে বাঁধের ক্ষয়-ক্ষতির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে বাৎসরিক O&M ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।	Flood Fuse সিসি ব্লক দ্বারা আবৃত থাকায় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সেকশনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটির প্রয়োজন হয়। এতে O&M ব্যয় সীমিত রাখা সম্ভব হয়।
৬.	**কজওয়ের নির্মাণ ব্যয়** ৬.০০ মি. প্রস্থ = ২২০.০০ লক্ষ ৪.০০ মি. প্রস্থ = ১৭০.০০ লক্ষ	**Flood Fuse এর নির্মাণ ব্যয়** ১০.০০ মি. প্রস্থ = ১২৫.০০ লক্ষ ১৫.০০ মি. প্রস্থ = ১৭৫.০০ লক্ষ ২০.০০ মি. প্রস্থ = ২২০.০০ লক্ষ ৩০.০০ মি. প্রস্থ = ২৫০.০০ লক্ষ

উপসংহার:

বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন Catchment এর বিশাল জলরাশি হাওরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। কিন্তু বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওরের বোরো ধানকে আগাম বন্যা হতে রক্ষার জন্য বিভিন্ন হাওরে ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পানি প্রবাহে Confinement effect তৈরী হয়। উক্ত Confinement effect বিবেচনায় নিয়ে ডুবন্ত বাঁধের ডিজাইনের উচ্চতা কিছুটা বৃদ্ধি করার ফলে ডুবন্ত বাঁধের উপর পানির চাপ বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে বোরো ধান কাটার পর নির্মিত Flood Fuse খোলার ফলে নদীর পানি হাওরের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় হাওর দ্রুত প্লাবিত হয় এবং হাওর দিক ও নদীর দিকে পানির সমতল প্রায় একই সমতা হয়। এছাড়া, Flood Fuse দ্বারা হাওরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ডুবন্ত বাঁধের অবশিষ্ট অংশে পানির চাপ একেবারেই কমে যায়। এর ফলে বাঁধের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হবে এবং নৌকা চলাচলের জন্য যত্রতত্র বাঁধ কাটার প্রবনতা হ্রাস পাবে। প্রতি বছর Flood Fuse মাটি/মাটি ভর্তি বস্তা দ্বারা ভরাটের জন্য কোন প্রি-ওয়ার্ক এর প্রয়োজন নাই। কারন Flood Fuse টি সম্পূর্নরুপে সিসি ব্লক দ্বারা আবৃত থাকায় অর্থাৎ এর Section সুনির্দিষ্ট হওয়ায় মাটির পরিমাণ নির্ধারিত।

কজওয়ে ও ফ্লাড ফিউজ নির্মাণ কালীন ও নির্মাণ পরবর্তী চিত্র:

চিত্র-২: ২০২১-২২ অর্থ বছরে নির্মাণাধীন কালীন চিত্র (Base এ এবং Slope এ CC Block স্থাপনের কাজ সম্পন্ন), কিশোরগঞ্জ, নওগাঁ হাওর পার্ট-বি।

চিত্র-১: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নির্মিত কজওয়ে (বড় হাওর, কিশোরগঞ্জ)।

পানি ভবনের কনফারেন্স রুমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ এর পুরষ্কার বিতরণ ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ স্বাক্ষরিত

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ এর মূল্যায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা সমূহের মধ্যে সংস্থা পর্যায়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রথম স্থান অধিকার করায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ ও বোর্ডের পুরষ্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এ সময় ভার্চুয়ালি পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, বর্তমান সরকারের ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। মাসিক সভার অপেক্ষা না করে নিজ নিজ উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকি করে জানাবেন। কাজে দায়িত্বহীনতার প্রমাণ পেলে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যার যার দায়িত্ব তাকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সব কিছুই উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদারকি সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়নে আপনিও একজন অংশীদার এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সততা ও আন্তরিকতা আপনার সন্তানদেরকেও প্রভাবিত করে একথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। যদিও পূর্বের তুলনায় কাজের মান এবং দায়িত্বশীলতার উন্নয়ন হয়েছে। এটাকে ধরে রেখে আরো কাজ বাড়াতে হবে দায়িত্ব বাড়াতে হবে। আপনাদের কর্মফলের জন্যই সকল মন্ত্রণা-লয়ের মধ্যে ৫৪তম অবস্থান থেকে ৪র্থ তম অবস্থানে এসেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এখন লক্ষ্য স্থির করতে হবে প্রথম বা দ্বিতীয় হবার। বাঁধে বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। নিজের বিবেককে জাগ্রত রেখে ভবিষ্যতে কর্মসম্পাদন করতে হবে। আগামী বছর হতে সকল জোনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন নাম্বার ৯০ হতে হবে। সবাইকে বিশ্বাস করাতে চাই যে আপনারা চাইলে তা পারেন ।

ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উপ-মন্ত্রী এনামুল হক শামীম বলেন, ভালো কাজের যেমন পুরষ্কার রয়েছে তেমনি খারাপ কাজের জন্য শাস্তি থাকতে হবে। আমাদের কর্মকালিন সময়ের কাজ যথাযথভাবে সমপন্ন করে যেতে চাই। যেখানে যার গাফিলতি পাওয়া যাবে সেখানেই তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এসময় তিনি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থার জন্য প্রকল্প গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মিজানুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ, অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা সালমা জাফরীন ও এস. এম. রেজাউল মোস্তফা কামাল । এছাড়া মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্থা পর্যায়ে ৯৪.০২ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। জোন পর্যায়ে ৯৩.৪৭ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম। সার্কেল পর্যায়ে ৯১.৯৫ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল। পওর বিভাগ পর্যায়ের অফিসের মধ্যে ৯১.৮২ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে কক্সবাজার পওর বিভাগ। বিশেষ ক্যাটাগরিতে-প্রকল্প ৭৬.৮১ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে হাওড় এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প ।

অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এর উপস্থিতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য সংস্থাসমূহের প্রধানগণের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ স্বাক্ষরিত হয়।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd